তারিখ ..20 FEB 2016...
পৃষ্ঠা ..৩.. কলাম ..৮..

দৈনিক
ইত্তেফাক

সুজানগরের চরাঞ্চলের ৬ গ্রামে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই

■ সুজানগর (পাবনা) সংবাদদাতা

পাবনার সুজানগরের দুটি ইউনিয়নের চরাঞ্চলের ছয়টি গ্রামে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। ইউনিয়ন দুটি হলো উপজেলার সাগরকান্দী ও নাজিরগঞ্জ। এ দুটি ইউনিয়নের ভৌগোলিক অবস্থান পদ্মা নদী ঘিরে। প্রায় দুই যুগ আগে নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করায় ইউনিয়ন দুটির ৬টি গ্রাম মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পদ্মা নদীর দক্ষিণ পাড়ে অবস্থান হয়। গ্রাম ছয়টি হলো— চরকেষ্টপুর, চরচণ্ডীপুর, চররাধাকান্তপুর, চরমানুখালী, চরনন্দুলালপুর ও চরহুগলাডাঙ্গী। গ্রাম ছয়টিতে প্রায় ১০ হাজার লোক বসবাস করে। অথচ গ্রামগুলোতে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই। ফলে দীর্ঘদিন থেকে ওই সকল গ্রামের মানুষ শিক্ষা বা চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত। শুধু তাই নয়, গ্রাম ছয়টিতে কোনো প্রকার হাট-বাজার বা রাস্তাঘাট নেই। তাদের দৈনন্দিন কেনা-কাটার জন্য পদ্মা নদী পার হয়ে আসতে হয় নাজিরগঞ্জ অথবা সাগরকান্দী বাজারে। চরাঞ্চলের মানুষের সব চেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয় কৃষিপণ্য ঘরে তোলার সময়। গ্রাম ছয়টিতে কোনো প্রকার রাস্তাঘাট না থাকায় যানবাহন চলাচল করেন না। ফলে তাদের কৃষিপণ্য ঘরে তুলতে হয় মাথায় করে। তাছাড়া রাস্তাঘাট না থাকায় তাদের দৈনন্দিন সব কাজ করতে হয় পায়ে হেঁটে। সবমিলিয়ে ওই জনপদের মানুষ সরকারি সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ ব্যাপারে সাগরকান্দী ইউপি চেয়ারম্যান শাহীন চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, চরাঞ্চলে উন্নয়ন করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মাঝে পদ্মা নদী থাকায় করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া চরাঞ্চলে স্থায়ী কোনো অবকাঠামো নির্মাণ করাও সম্ভব নয়। তবে খুব শীঘ্রই অস্থায়ীভাবে কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।